The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

An analysis of the causes of the decline of the communist party in contemporary society in the light of Marx's historical materialism

Ajima Khatun
Department of Political Science, Diamond Harbour Women's University, Kolkata, West Bengal

DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400012*

Abstract

In the 19th century, various ideologies such as socialism and anarchism emerged in Europe, as well as Darwin's theory of evolution. It was in this intellectual context that Marxism emerged as an important and influential ideology, which later had a profound impact on world politics and social order. Marxism, which is a socialist theory developed through the joint efforts of German thinkers Karl Marx and Friedrich Engels. The main foundations of this ideology are materialism, class struggle, revolution, the dictatorship of the working class, the downfall of the state, and the eventual establishment of a communist society where all citizens enjoy equal rights. Class struggle, the decline of the state, and the establishment of socialist society are the results or consequences of historical materialism. The economic condition of a society influences the political and social conditions. Marx's theory is the foundation of communist parties, but in reality they are almost always deviating from their idealistic goals and falling behind. Although they follow the ideals of historical materialism, they are unable to adapt to the changes of the present day, which is why their political power and public support are declining. As a result, questions are being raised about their political future. They are trying to reinvent themselves, but they are not getting the expected results.

Keywords: *Marxism, Historical Materialism, Communist Party, Capitalist, Ideology & Ethics, Modern Relevance*

Introduction

জার্মানির কালজয়ী দার্শনিক কাল মার্কস এবং তার সহকর্মী ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যৌথভাবে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কসবাদ হল তৎকালীন ইউরোপের সমাজে এক মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার নতুন দিগন্ত যার মূল লক্ষ্য শোষণমুক্ত সমাজ গঠন আর বৈষম্য দূর করা।এর কেন্দ্রে আছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী যাদের বিপ্লবের মাধ্যমেই আসবে পরিবর্তন। পুঁজিবাদের পতন ঘটিয়ে অর্থনীতিকে করা হবে মূল শক্তি, যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। "Communist Manifesto" তে মার্কস এবং এঙ্গেলস বলেছেন প্রতিটা সমাজে দুটি বিপরীতধর্মী শ্রেণীর (বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত) উপস্থিতি বিদ্যমান।এই দুই শ্রেণীর মধ্যে বস্তুকে কেন্দ্র করেই দ্বন্দ্বের সূচনা হয় এটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তৎকালীন মানব সমাজের ইতিহাস থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এর জন্ম দেয়। এই বুর্জোয়া শ্রেণি (শাসক) প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে (শোষিত) শোষণ করে এবং তাদের শ্রমের মূল্য আত্মসাৎ করে।তাই যতক্ষণ না এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণী সহিংস্র বিপ্লব করবে ততক্ষণ বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের শোষণ করতেই থাকবে।তাই বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে এক শোষণহীন, বৈষম্যহীন, মুক্ত সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা মার্কস বলেছেন, তার মার্কসবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী দার্শনিক এবং মার্কস প্রিয় বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস। তবে, এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি নির্মাণ করেন কাল মার্কস। কার্ল মার্কস "A Contribution to the Critique of Political Economy" নামক গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এর মূল ধারণাগুলো ব্যক্ত করেছেন।এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এর মূল উপাদান হল উৎপাদন শক্তি (শাসিত) এবং উৎপাদন সম্পর্ক (শাসক)।বস্তুকে কেন্দ্র করে সমাজের ইতিহাসে যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উৎপাদনের ধরন, আর বস্তুগত অবস্থাই সমাজের পরিবর্তনের মূল কারণ।কাল মার্কস প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় দুটি করে শ্রেণীর উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আদিম সাম্যবাদী সমাজ

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ব্যবস্থায় কোন শ্রেণীর উপস্থিত না থাকায় সেখানে কোন রকম দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কিন্তু তার পরবর্তীতে সমাজে দুই বিপরীত ধর্মী শ্রেণীকে (বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতে) কেন্দ্র করে সমাজে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।এই দ্বন্দ্ব সমাজের মূল চালিকাশক্তি।দাস সমাজ ব্যবস্থায় দাস মালিক ও দাস, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভূমির মালিক ও ভুমিদাস, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত এবং সর্বশেষ তিনি যে সমাজ ব্যবস্থার সূচনা করতে চেয়েছেন সেটি হল সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যেখানে শোষণ, বিভেদ, বৈষম্য, অত্যাচার, নিপীড়ন প্রকৃতির অবসান ঘটবে।সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিপীড়িত অত্যাচারিত জনগণের সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ বিপ্লব অপরিহার্য। এই বিপ্লবের মাধ্যমে গড়ে উঠবে এক মুক্ত সমাজ।সমাজের রূপান্তর প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্ব আধুনিক কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের মূল ভিত্তি। এই তত্ত্ব অনুসারে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে গঠন করে।এই ধারণার উপর ভিত্তি করে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট দলগুলো গঠিত হয়, যা পুঁজিবাদের বিরোধিতা করে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে।

Objectives

বর্তমান সমাজে কমিউনিস্ট দলের অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ করে মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে বর্তমান বাস্তবতার পার্থক্য, পুঁজিবাদের পরিবর্তিত রূপ, এবং কমিউনিস্ট দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও নীতি-নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা করাই হলো এই রিসার্চ আর্টিকেলের মূল উদ্দেশ্য।

Discussion

দেশের গণতন্ত্র বজায় রাখতে রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে,। প্রতিটি দল পৃথক পৃথক নীতি ও আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের মতামতকে তুলে ধরে। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি যা মার্কসবাদী মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও তার সহকর্মী এঙ্গেলস যৌথভাবে "Communist Manifesto" নামক পুস্তক রচনা করেন। যার মধ্যে কমিউনিজমের মূল ভিত্তি আচ্ছন্ন। ক্রমে বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট দল গঠনের সূচনা হতে থাকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা হয় ১৯২৫ সালে কানপুর কনফারেন্সের মাধ্যমে। এই দলের সূচনা করেন মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং অবনী মুখার্জি। এই দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার আদায় ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। কমিউনিস্ট কর্মীরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও শ্রমিকদের সংঘটিত করেন এবং বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলেন। তবে, এই দলের পথ সহজ ছিল না।

কমিউনিস্ট ও জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের একত্রিত করার কাজ চালিয়ে গেছেন।সরকারের দমনপীড়ন তাদের থামাতে পারেনি ১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে অনেক শ্রমিক ধর্মঘট সভা ও মিছিল হয়। ব্রিটিশ সরকার শ্রমিক আন্দোলন ও জঙ্গি ইউনিয়নকে ভয় পেত, কারণ তারা জানতো এ আন্দোলন তাদের শাসনের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই তারা এই আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল।

এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) গড়ে ওঠে।১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সিপিআই এর প্রাপ্ত আসন বৃদ্ধি পায় কিন্তু ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরের আসন সংখ্যা হ্রাস পায়। পশ্চিমবঙ্গ কেরালা ও ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট দলে জনপ্রিয়তা ছিল যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল। তবে ১৯৯০ এর দশকের অর্থনৈতিক সংস্কার কমিউনিস্ট রাজনীতিকে ধাক্কা দেয় এবং তাদের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দেয়।ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানে অবস্থান করলেও ক্রমে তার স্থায়িত্ব হ্রাস পাচ্ছে। যেমন বর্তমান সময়ে ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির কারণে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে ঠিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে আধুনিক কমিউনিস্ট দলের প্রাসঙ্গিকতা তেমনই পরিলক্ষিত হচ্ছে।অর্থাৎ বর্তমানে স্থায়িত্ব থাকলেও প্রয়োজনীয়তা নেই। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই দলের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশ ক্রমে যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে না পারায় তাদের দায়িত্ব ক্রমশ বিলীন হওয়ার পথে। তাদের আদর্শ ও লক্ষ্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুপযোগী। সময়ের সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণে

তাদের জনপ্রিয়তা নিঃশেষ প্রায়।তাদের নীতি ও কর্মসূচি বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলোর সমাধানে অক্ষম। বর্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে কমিউনিস্টদের মত এত সুনির্দিষ্ট আদর্শ না থাকলেও তারা যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের স্থায়িত্ব কে ধরে রাখতে পারছে। কমিউনিস্ট দলের আদর্শ পুরানো হওয়ার কারণে বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব একটা ফলপ্রসূত হচ্ছে না। তাদের প্রচার পদ্ধতি ও আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না। বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে তাদের স্বল্প ব্যবহারের কারণে তাদের ব্যর্থতা তাদের প্রাসঙ্গিকতা কমিয়ে দিচ্ছে।এছাড়াও দলের প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে যার কারণে তারা পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে কাল মার্কস যে কমিউনিস্ট দলের সূচনা করেছেন সেই যে প্রয়োজনীয়তা, সেটা বর্তমান সমাজে অপ্রয়োজনীয়। কারণ মার্কস তখন বস্তুকে কেন্দ্র করে ইতিহাসে বিবর্তনে দুই বিপরীত ধর্মী শ্রেণীর মধ্যাকার শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে শেষ করার জন্য এবং পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার নিরীখে তৎকালীন কমিউনিস্ট দলের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

সূচনা করেছিলেন।কিন্তু বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এরকম সুস্পষ্ট কোন শোষণ বা শাসিতের সম্পর্ক খুঁজে পাই না, এখানে পুঁজিবাদকে তেমনভাবে লক্ষ্য করা হয় না যেমনটা মার্কসের ধারণায় প্রস্ফুটিত। বর্তমানে সমাজে পুঁজিবাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ রতন টাটার মত পুঁজিপতিরা দেশের সমাজ সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।কোভিড ১৯ এর সময় রতন টাটা ১৫০০ কোটি টাকা দান করেছেন যা পুঁজিবাদের একটি নতুন দিকের সূচনা করছে। পুঁজিবাদ শুধু শোষণের হাতিয়ার নয় বরং সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এভাবে পুঁজিবাদের ধারণা বদলে গিয়ে সমাজের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। মার্কসের সময় পুঁজিবাদ আর বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদ এক নয়।বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন সময়ে চলতে থাকবে তবে মার্কস বা কমিউনিস্ট দল সব সমস্যার জন্য পুঁজিবাদকেই দায়ী করে, মার্কসের এই যে মতাদর্শ এটি বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক, মার্কস বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে সর্বদা শ্রমিক শ্রেণিতে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু বর্তমানে আধুনিক মতাদর্শ অনুযায়ী সমাজের শ্রেণী নামক শব্দটির অবস্থান নেই। হ্যাঁ বিভিন্ন অধিকার নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংঘটিত হয় তবে এটি কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ নেই।তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। কমিউনিস্ট দলের আদর্শ ও নীতি অনেকটা ফ্লপি ডিস্কের মতো যা একসময় কম্পিউটারে ডেটা স্টোর করার জন্য ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন পেনড্রাইভ ক্লাউড স্টোরেজ ও সলিড স্টেট ড্রাইভের যুগে তা পুরানো হয়ে গেছে। ফ্লপি ডিস্ক এখন আর ব্যবহার করা হয় না এবং তা দেখলেই মনে হয় এটা বাস্তবের সাথে সম্পর্কহীন। তেমনি কমিউনিস্ট দলের পুরানো আদর্শ ও নীতি এখন আর বর্তমান সময়ের সাথে খাপ খায় না এবং তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।। তাই পুরানো আদর্শকে অনন্তকাল পর্যন্ত মেনে চলা নিতান্তই বোকামি।সময়ের সঙ্গে আদর্শের পরিবর্তন প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট দল আগে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বললেও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই ধারণা পুরানো হয়ে গেছে। তারা আগে শিল্প জাতীয়করণ ও ভূমি সংস্কারের কথা বলতো কিন্তু বর্তমানে ভারতের অর্থনীতি উদারীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে তাদের আদর্শ বর্তমানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।অন্যদিকে দেখা যায় এই দল পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি নিক্ষেপ করে না। তারা শুধুমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের অধিকারের কথা তুলে ধরে কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবেশগত সমস্যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা তা নিয়ে কমিউনিস্ট দল নীরব থাকে। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সময় (১৯৭৭ থেকে ২০১১ সালে) তারা শিল্পায়নের জন্য বনভূমি ধ্বংসের মতো ইস্যুতে পরিবেশবিদদের বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। যার ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । সুতরাং এগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে, এই দলের নীতি ও আদর্শ সংকীর্ণতার শিকার।

কমিউনিস্ট দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাব দেখা যায়, যেখানে সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ, মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব দেখা যায়। এই কারণে কমিউনিস্ট দল গুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং বিভাজনের শিকার হয়ে সদস্যরা হতাশ হয়ে দল ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে উদাহরণস্বরূপ ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিআই (এম) গঠিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে গৌরী আম্মা নামে একজন দলের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি দল ছেড়ে চলে যান অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে।

গান্ধীজী যেমন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করতেন তেমনি বর্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতি ধর্মীয় ও জাতপাত ভিত্তিক রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। বহু সংস্কৃতির দেশ ভারত। ভারতে স্বাধীনতার সময়ের রাজনীতি থেকে বর্তমান সময়ের রাজনীতি আলাদা। এখন রাজনীতির মূল উপাদান হলো ধর্ম বা জাতপাত। অন্যথায় মার্কসের কমিউনিস্ট পার্টি নাস্তিকতার ধর্মে বিশ্বাসী, তারা মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে, ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে মানবতার ধর্মে বিশ্বাসী। তাই বর্তমান সময়ে এই পার্টি নিজের অস্তিত্ব রাখতে হিমশিম খাচ্ছে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতপাতের ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা করা যায়, যার পরিপেক্ষিতে কমিউনিস্ট দলের জন্য ভবিষ্যতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ কমিউনিস্ট দলের জন্য। বর্তমান ভারতে নাগরিকরা ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং তারা বিদেশি আদর্শের পরিবর্তে তারা নিজের দেশের আদর্শকে প্রাধান্য দেয় তবে যারা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে যুক্ত করে না অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেখে এবং মানবতার ধর্মে বিশ্বাস করে এমন এক আদর্শ হলো মার্কসের কমিউনিস্ট পার্টি।বর্তমানে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধনের ফলে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় শেষের পথে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শের ফলে অনেক মানুষের স্বপ্ন আশা ও ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। যারা শুধু প্রতিবাদ করে, অধিকারের জন্য লড়াই করে কিন্তু সমাজের উন্নয়নে কোন ভূমিকা নেয় না, তারা আসলে সমাজ পরিবর্তন করতে চায় না। তারা শুধু প্রতিবাদ করে কিন্তু সমাজের জন্য কোন ভালো পরিকল্পনা নেই। এই ধরনের প্রতিবাদ সমাজের জন্য ক্ষতিকর কারণ এটি অগ্রগতিকে বাধা দেয়।

আধুনিক সময়ের সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন ভিন্ন মার্কসের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা থেকে, বর্তমানে মানুষ অনেক বেশি স্বাধীনচেতা আনন্দময় এবং উন্মুক্ত। এখানে মার্কসের কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন কাটানো দুর্বিষহ। এখানে মুক্তবাজার এবং সামাজিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেই যথেষ্ট। কমিউনিজমের মতো সীমাবদ্ধতার ধারণার কোনো প্রয়োজন নেই।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

Conclusion

মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে বর্তমান সমাজে কমিউনিস্ট দলের অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম যে কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দল তার প্রারম্ভিক আদর্শে অটুট থাকলেও বর্তমান যুগে সময়ের সাথে তার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক অভাব, নেতৃত্বের মধ্যে মতপার্থক্য, নীতি ও কর্মপন্থা সাবেক, সদস্য সংখ্যা হ্রাস, ধর্ম বা জাতপাত মুক্ত রাজনীতি প্রভৃতি কারণে বর্তমান সমাজে আধুনিক কমিউনিস্ট দল নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে। পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল তাই সময়ের সাথে সাথে নতুন বা আধুনিকতার প্রয়োজন পড়ে। তাই, কমিউনিস্ট দলের প্রয়োজন পুরনো আদর্শের সঙ্গে নতুন আদর্শের সংযোজন। কমিউনিস্ট দলকে তার আদর্শকে আধুনিক যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর জন্য নবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

References

দত্তগুপ্ত, শোভনলাল, (২০১৮), মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, ৪র্থ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।
দাস, দীপক কুমার, (২০১৬), রাজনীতির তত্ত্বকথা, প্রকাশন একুশে, কোলকাতা ৭০০০০৪।
বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ, (২০১১), ৪র্থ সংস্করণ, রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, সুহৃদ পাবলিকেশন।
মার্কস, কার্ল এবং এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, (১৮৯৩), কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার।
চক্রবর্তী, সত্যব্রত, (২০০২), রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি, প্রকাশন একুশে, কোলকাতা ৭০০০০৪।
মুখোপাধ্যায়, সরোজ,(১৯৮৫), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
ইয়েচুরি, সীতারাম, (১৯৯৩), সাম্প্রদায়িকতা ধর্ম ও মার্কসবাদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।
দাসগুপ্ত, সমীর, (১৯৮৩), অর্থনৈতিক সমাজতত্ত্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026